দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কোন পথে?

ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রায় ত্রিশ দশকের দিকে মওলানা ইসলামাবাদী তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক আরবী-ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এর স্থান নির্ধারিত হয়েছিল চট্টগ্রামের অদূরে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে দিয়াং পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় ছয়শ' একর জমির বিস্তীর্ণ এলাকায়। পরবর্তীকালে বাংলার অন্যতম জননেতা মওলানা ভাসানীও একই প্রেরণাই উদ্বুদ্ধ হয়ে টাঙ্গাইলের সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে একটি শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে এর নেপথ্য কাহিনী সুদূর পরিব্যাপ্ত ও দিগন্ত বিস্তৃত। ১৯৪৬-৪৭ সালে 'মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটি' অবিলম্বে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জোরদার সুপারিশ করে। এর সভাপতি ছিলেন স্বয়ং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন। ১৯৪৯ সালে গঠিত মওলানা আকরাম খাঁর কমিটিও পূর্ববর্তী সুপারিশটিকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩-৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে ইসলামী-আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তৈরী করা হয়। তাঁর রিপোর্টও শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান ১৯৬৪ সালের দিকে একাধিকবার বরিশালের কাসেমাবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। মাদ্রাসা ছাত্রদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহুকালের দাবী এ সময়ে তুঙ্গে উঠেছিল। তাদের এ দাবী ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই সরকার এ ফাঁকা বুলি আওড়িয়েছিল। বস্তুত মাদ্রাসা ছাত্রদের ক্রমাগত আন্দোলন এবং অবিশ্রান্ত সংগ্রামই শুধুমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলেছিল।

এ সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা রেখেছিল জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া এবং পরবর্তীকালে মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ। বাংলার জনগণের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী শেষ পর্যন্ত এতই জোরদার হয়ে উঠে যে, এক পর্যায়ে সরকার সত্যি সত্যিই এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৭৭ সালের ২৭শে জানুয়ারীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি সাত মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করে। উল্লেখ্য যে, একই বছরে ৩১শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত মক্কা শরীফে নয় দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের অন্যতম সুপারিশের মধ্যে ছিল মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশই সর্বপ্রথম মুসলিম দেশ যেখানে এ সুপারিশটি কার্যকর করার সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এভাবে বহু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৯৭৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমান কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের মাঝামাঝি এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

চলবে